তারিখ ... 05 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণে ৯২ কোটি টাকা দরকার

সাখাওয়াত হোসেন : দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা বন্যায় দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আড়াই মাসের বেশী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ক্লাস হয়নি, পুনঃনির্মাণ করা না হলে পুনরায় ক্লাস শুরু করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। বন্যামুক্ত ছিল যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেগুলো ছিল আশ্রয় কেন্দ্র।

দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। স্কুলগুলো পুনঃনির্মাণে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সারাদেশের আট হাজার আটশ' ৯৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয় মেরামত ও পুনর্বাসন কাজে ৯২ কোটি ২৮ লাখ ৮৮ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতরের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটিতে পাঁচটি বিভাগের মোট দু'শ' ৪৩টি থানার মধ্যে ছয় হাজার একশ' আটটি সরকারী ও দু'হাজার আটশ' ১৬টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে ঢাকা বিভাগের ৮০টি থানায় সর্বাধিক সংখ্যক তিন হাজার চারশ' ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে দু'হাজার পাঁচশ' ১২টি হচ্ছে সরকারী এবং অবশিষ্ট নয়শ' ৩৯টি হচ্ছে রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঢাকা বিভাগের পর চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৮টি থানায় মোট দু'হাজার আটশ' ৪৮টি সরকারী ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার নয়শ' ৭৩টি। রাজশাহী বিভাগের ৬২টি থানায় এক হাজার একশ' ৭৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সাতশ' ৯৯টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরিশাল বিভাগের ২০টি থানার ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে চারশ' আটটি। খুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সবচেয়ে কম। এই বিভাগের ১৩টি থানায় এ পর্যন্ত দু'শ' ৪৪টি সরকারী ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, সারাদেশে ৩৭ হাজার সাতশ' ১০টি সরকারী এবং প্রায় ২৫ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারী ও অন্যান্য ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বন্যাকবলিত আট হাজার আটশ' ৯৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেয়াল, ফ্লোর, দরজা, জানালা, প্লাস্টার, রং, টয়লেট ও টিউবওয়েল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনের হিসাব মতে, ঢাকা বিভাগে ক্ষতিগ্রস্ত তিন হাজার চারশ' ৫১টি সরকারী ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও পুনর্বাসনে সর্বাধিক ৩২ কোটি ১২ লাখ ৭৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। চট্টগ্রাম বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত দু'হাজার আটশ' ৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পুনর্বাসনে লাগবে ২৯ কোটি ৩৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। বরিশাল বিভাগের চারশ' আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পুনর্বাসনে ব্যয় হবে সাত কোটি ২০ লাখ ১৬ হাজার টাকা। খুলনা বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ মেরামত করতে চার কোটি ৪৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। এ ছাড়াও রাজশাহী বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজার নয়শ' ৭৩টি সরকারী ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পুনর্বাসনে ১৯ কোটি ১২ লাখ ৮৫ হাজার টাকার প্রয়োজন পড়বে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।